FEB. 12 2001

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক জনকণ্ঠ

দেশে সাক্ষরতার হার ৬৫.৫ ভাগ ॥ ছাত্রছাত্রীর অনুপাত ৫৩:৪৭

শরীফুজ্জামান পিন্টু

দেশে প্রাথমিক স্তর থেকে মাস্টার্স লেভেল পর্যন্ত সর্বস্তরে এখন প্রায় ২ কোটি ৮২ লাখ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্র ও ছাত্রীর ব্যবধান কমতে কমতে এখন অনুপাত দাঁড়িয়েছে ৫৩ : ৪৭। দেশে সাক্ষরতার হার এখন শতকরা ৬৫ দশমিক ৫ ভাগ। দেশে বিভাগীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ শিক্ষার হার বরিশালে ৭৬ দশমিক ৭ ভাগ, জেলা পর্যায়ে সর্বোচ্চ শিক্ষার হার বরগুনায় ৮৬ দশমিক ৫৫ ভাগ এবং থানা পর্যায়ে চারটি থানায় সর্বোচ্চ শিক্ষার হার

(১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

দেশে সাক্ষরতার

(প্রথম পাতার পর)

শতকরা ৮৯ দশমিক ৯০ ভাগ। এই চারটি থানা হচ্ছে ঢাকার ডেমরা ও তেজগাঁও, টাঙ্গাইলের মির্জাপুর এবং গাইবান্ধার সাদুল্যাপুর।

দেশে বিভাগীয় পর্যায়ে সর্বনিম্ন শিক্ষার হার সিলেটে শতকরা ৫৫ ভাগ। জেলা পর্যায়ে জামালপুরে সর্বনিম্ন শতকরা ৩৯ দশমিক ৫৫ ভাগ শিক্ষার হার বিদ্যমান। থানা পর্যায়ে সর্বনিম্ন শিক্ষার হার কিশোরগঞ্জের নিকলিতে শতকরা মাত্র ২৫ দশমিক ৮০ ভাগ।

দেশজুড়ে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা বা থানা পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক শিশু ও শিক্ষা ও সাক্ষরতা জরিপে শিক্ষার এই চিত্র পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ ব্যুরো অব এডুকেশনাল ইনফরমেশন এ্যান্ড স্ট্যাটিসটিক্স (ব্যানবেইস) ১৯৯৯ সালের ২৬ এপ্রিল থেকে এই জরিপ পরিচালনা করে। জরিপে প্রাপ্ত তথ্য কম্পিউটারে এন্ট্রি করে বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণের পর তৈরি খসড়া প্রতিবেদন ২০০১ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে।

জরিপ অনুযায়ী সারা দেশে ছয় থেকে দশ বছর বয়সী শিশুর নেট ভর্তির হার শতকরা গড়ে ৮৬ দশমিক ৪ ভাগ এবং বালিকা ভর্তির নেট হার শতকরা ৮৫ দশমিক ৯২ ভাগ। দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ নেট ভর্তির হার বিভাগীয় পর্যায়ে খুলনায় ৮৮ দশমিক ৯৮ ভাগ, জেলা পর্যায়ে ঝালকাঠিতে ৯৪ দশমিক ৫ ভাগ এবং উপজেলা পর্যায়ে ঝালকাঠির রাজাপুরে ৯৮ দশমিক ৮০ ভাগ। দেশে সর্বনিম্ন নেট ভর্তির হার বিভাগীয় পর্যায়ে সিলেটে ৮১ দশমিক ৩২ ভাগ, জেলা পর্যায়ে কক্সবাজারে ৬৭ দশমিক ৮০ ভাগ এবং উপজেলা পর্যায়ে টেকনাফে ৪৪ দশমিক ৯০ ভাগ।

দেশে মোট ২ কোটি ৮১ লাখ ৮১ হাজার ২শ' ৯৬ জন ছাত্রছাত্রী সর্বস্তরে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। এর মধ্যে প্রাথমিক স্তরে অধ্যয়নরত ১ কোটি ৭৫ লাখ ২৫ হাজার ৮শ' ৮৮ শিক্ষার্থী। এদের মধ্যে বালক ৮৯ লাখ ৯৯ হাজার ৪ শ' ৩৯ জন এবং বালিকা ৮৫ লাখ ২৬ হাজার ৪শ' ৪৯জন। প্রাথমিক স্তর ছাড়া অন্যান্য লেভেলে মোট ১ কোটি ৬ লাখ ৫৫ হাজার ৪শ' ৮ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে যার মধ্যে ৫০ লাখ ৬৯ হাজার ৬শ' ৭২ জন ছাত্রী। প্রাথমিক স্তর ছাড়া বিভিন্ন লেভেলে অধ্যয়নরতদের মধ্যে জুনিয়র লেভেলে ৫৯ লাখ ৬৩ হাজার ৭শ' ১১, মাধ্যমিক লেভেলে ২৭ লাখ ১৮ হাজার ৭শ' ৬৭, উচ্চ মাধ্যমিক লেভেলে ১২ লাখ ৪৭ হাজার ৬শ' ৪৭, ডিগ্রী লেভেলে ৬ লাখ ৫০ হাজার ২শ' ৭৭ এবং মাস্টার্স লেভেলে ৭৪ হাজার ৯শ' ৭৯ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে।

রবিবার রাজধানীর একটি অভিজাত হোটেলে শিক্ষা ও সাক্ষরতা জরিপ রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সতীশ চন্দ্র রায়, পিএসইডি সচিব আব্দুল মতিন খান, ডঃ হেণা মুখার্জী, ইউনেস্কোর ঢাকাস্থ পরিচালক ডঃ আনসার আলী খান, গোপাল চন্দ্র সেন, প্রফেসর আব্দুর রশীদ ও ব্যানবেইস পরিচালক প্রফেসর আব্দুস সালাম অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা সচিব ডঃ সা'দত হুসাইন। জরিপে জিওগ্রাফিকাল ইনফরমেশন সিস্টেমের সাহায্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণের কাজ করেছেন ব্যানবেইস-এর সিস্টেম ম্যানেজার মোঃ মোফাজ্জল হোসেন।

জরিপ অনুযায়ী দেশে জুনিয়র মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ২ হাজার ৮শ' ৪৬, মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ১৮ হাজার ৩শ' ১৪, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩ হাজার ৫শ' ৫৪, ডিগ্রী লেভেলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২ হাজার ১শ' ৪১ এবং মাস্টার্স লেভেলের প্রতিষ্ঠান ২শ' ৩সহ মোট ২৭ হাজার ৫৮টি। এর মধ্যে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৮শ' ৪৬ এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ২৬ হাজার ২শ' ১২টি।